যায়যায়দিন

তারিখ 14 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনের দাবি ছাত্র ইউনিয়নের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে আহূত হরতালে নিহতদের স্মরণে ১৭ সেপ্টেম্বরকে 'শিক্ষা দিবস' পালনের দাবি জানিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। একই সঙ্গে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং প্রস্তাবিত সর্বজনীন, গণমুখী ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম শুভর সভাপতিত্বে সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক হাসান তারেক। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মযুর মঈন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাসফিয়া সহ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর শাখার নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করে সংগঠনটি।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশীয় শিক্ষাকে ক্রমেই শরিফি শিক্ষাব্যবস্থার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে শাসকশ্রেণী ও সরকার। শিক্ষা-বাণিজ্যের পথকে বিভিন্ন সুগম করতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে তারা। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে ইউজিসি কর্তৃক যে ২০ বছরমেয়াদি কৌশলপত্র কার্যকর করা শুরু হয়েছে তা শরীফ কমিশনের রিপোর্টকেই বাস্তবায়নের নামান্তর লিখিত বক্তব্যে বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যহীন, গণমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জানান বক্তারা। এছাড়া শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৮ ভাগ বরাদ্দ, দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু, আদিবাসী নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান, যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানানো হয়।